দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৯/৩/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

CC 027

# সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদকালে সরকার এই কর্মসূচীর জন্যে ৫৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির হার বর্তমানের শতকরা ৫৮ ভাগ থেকে শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত করা এবং এ বছর যারা ভর্তি হয়েছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি নিশ্চিত করা এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য বলে বাসস পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সরকার যুক্তিসঙ্গত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষার হার এখনও এত কম যে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারে-কাছেও তার অবস্থান নয়। আমরা সর্বজনীন শিক্ষা চাই। কিন্তু স্বাধীনতার ১৪ বছর পরেও আমাদের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মাত্র নিজেদের শিক্ষিত বলে হয়ত দাবী করতে পারবেন। তাই বলে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে কিছু করা হয়নি একথা বলা যাবে না।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্যে সরকার মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ করেছেন এটা আশার কথা। এই অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার এখন ৫৮ শতাংশ। এদের সবাই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন না। প্রতি বছরই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়া ছেড়ে দেয় অথবা ছাড়তে বাধ্য হয়। সবাই যে খেয়ালখুশীর জন্যে লেখাপড়া ছাড়ে না তা আমরা জানি। আমাদের দেশে শিশুদের লেখাপড়া চালাতে না পারার জন্যেও প্রধানত দারিদ্র্যই দায়ী। সরকার বিনা পয়সায় বই বিতরণ করে এ সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন সত্যি। তবে শুধু বিনা পয়সার বই পেলে অনেকের সমস্যা দূর হয় না। অনেক শিশুকে জীবিকার্জনের কথাও এখানে ভাবতে হয়। দরিদ্র শিশুদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলে এ সমস্যা কিছু কমতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রেরণাও তাহলে বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর কর্মপদ্ধতিতে আরো শৃংখলা থাকা দরকার। প্রতি বছর দেরী করে পাঠ্যবই বিতরণ করাকে কেন্দ্র করে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তা দূর করা দরকার।